

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩

সাহিত্যিক হেমেন্দ্ৰ

সাহিত্যিক এবং গীতিকার হেমেন্দ্ৰকুমার রায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ সালে। রবিঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী তখন ভারতী পত্রিকার সম্পাদক। প্রসাদ নামের বয়সে তরুণ একটি ছেলে এসে বলল, “দিদি, আমি ভারতীতে বঙ্কিম যুগের বাঙালিদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি?” ছেলেটিকে বিলক্ষণ চিনতেন তিনি। গুঁর কথায় সম্মতিও দিলেন। কিন্তু বললেন, “বাবা প্রসাদ, তোমার বয়স বড়ই কম। তুমি যদি নিজের নামে পুরনো কথা লেখো তাহলে পাঠকদের মন ভরবে না। তুমি বরং একটা ছদ্মনামে লেখো।” তাই হল। প্রসাদদাস রায় নামের সেই ছেলেটি ছদ্মনাম নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে লাগল। আর শুরুতেই পাঠক মহলে হই হই প্রশংসা। শেষে ছদ্মনামেই এত বিখ্যাত হয়ে গেল তরুণ লেখকটি যে, বাবার দেওয়া ‘প্রসাদ’ গেল হারিয়ে। সেই থেকে নাম হয়ে গেল হেমেন্দ্ৰকুমার রায়। রায়ের কলকাতায় ঘুরে দেখতেন গণিকাপাণ্ডি, গুন্ডাদের আখড়া, শাশানঘাট। হেমেন্দ্ৰকুমার তাঁর এই সব বিচিত্র কাহিনি জুড়ে জুড়ে বইও লিখেছেন পরে। তবে সে ছদ্মনামে। এ বার নাম নিয়েছিলেন মেঘনাদ গুপ্ত। ভয় ছিল, নিজের নামে বই ছাপালে যদি তাঁদের অভিযানের খবর চাউড় হয়ে যায়, তো ভারী মুশকিল। ফলে ছাপার সময় প্রকাশক ছাড়া লেখকের আসল পরিচয় গুপ্তই রেখেছিলেন তিনি। যেমন ভাল ছবি আঁকতেন, তেমন কবিতাও লিখতেন হেমেন্দ্ৰকুমার। গভনমেন্ট আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছিলেন বেশ কয়েক বছর। অবনতাকুরের খুবই স্নেহধনা ছিলেন। কবিতাও লিখেছেন অনেক। কম করে শ’দেড়েক। কিন্তু কয়েকটি প্রকাশ করার পর নিজের হঠাৎ মনে হয়, ভাল হয়নি। অপ্রকাশিত কবিতাগুলোকে রেখে দিয়েছিলেন দেরাঙে। শুধু কবিতা-আঁকাজেলা নয়, গানও লিখেছেন বিস্তর। ১৯৩২ সালে শচীনদেব বর্মনের প্রথম যে রেকর্ড বেরির তার একটি গান ওঁর লেখা: ‘ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে’। লিখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে’রও বহু বিখ্যাত গান: ‘অন্ধকারের অন্তরেতে’, ‘ধরার মেয়ে ধরার মেয়ে’, ‘চোখের জলের মন ভিজিয়ে’। তাঁর লেখা গানে সুর দিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম, শচিনকর্তা, হিমাংশু দত্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীতকার। শিশির ভাদুড়ীর বিখ্যাত নাটক ‘সীতায় তিনিই ছিলেন গীতিকার, নৃত্য নির্দেশক। ‘সুরলেখা’ নামে একটি গানের বইও প্রকাশ করেছিলেন হেমেন্দ্ৰকুমার। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, “গান লিখেছি প্রায় চারশোর কাছাকাছি। এও দেখছি আমার অনেক গান বাজারে চলছে। এবং লোকে তার কোনও কোনওটির রচয়িতা বলে আমার নাম করে এবং কোনওটির রচয়িতা যে কে, তা কেউ জানে না। আমার আমার অনেক গানের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরে ছদ ভদ্র তো করে বটেই সেই সঙ্গে রূপবলে উল্টো অর্থেও প্রকাশ করে। এইসব গানা কারণেই এই গানের বইখানা প্রকাশ করলুম। যদি আমার প্রথম গানের এই বইখানি পোকায় না কাটে তবে ক্রমে ক্রমে অন্য গানগুলিও প্রকাশ করব।” না, তাঁর আর কোনও গানের বই বেরায়নি। আজ আর তাঁর সব গানের কথা জানাও যায় না।তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গধূ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প আমার কাহিনী প্রকাশিত হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকা নতুনরূপে প্রকাশিত হলে হেমেন্দ্ৰকুমার এর লেখকগোষ্ঠীতে যোগদান করেন। সাপ্তাহিক নাচঘর (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

সোমড়ার রাজবাড়ি

কলকাতার অদূরেই ইতিহাসের ধুলোয় মোড়া সোমড়ার জমিদারবাড়ি সময়ের স্রোতে বিলীন হয়েছে জমিদারি। ভেঙে পড়েছে অট্টালিকার দেওয়াল, মরচে পড়েছে ইতিহাসের অলংকারে। তবুও, হুগলির বনাগরে সোমড়ার জমিদারবাড়ি আজও অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক ক্লান্ত সন্মোচের মতো, যার সিংহাসন নেই, কিন্তু দৃষ্টির গভীরে এখনও জ্বলজ্বল করছে অতীতের গৌরবময় দীপ্তি। প্রায় আড়াই শতাব্দী আগে, সুখিরায় মিত্র মুস্তাফি পরিবারের হাত ধরে এই জমিদারির প্রতিষ্ঠা। বাংলার অন্যান্য প্রাচীন জমিদারির মতো, সোমড়ার জমিদারির ভিত্তিও গড়ে উঠেছিল অর্থ, প্রভাব ও রাজকীয় অভিজাত্যের ওপর। শ্রী রাধাজীবন মিত্র মুস্তাফি রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন মন্দির, ঠাকুরদালান। সেকালের জমিদারি মানেই ছিল অপার ঐশ্বর্য, পৃষ্ঠপোষকতা আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেই ধারার ব্যতিক্রম ছিল না সোমড়া জমিদারবাড়িও। কিন্তু ইতিহাসের পথ মণ্ডণ নয়। একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু যেন সব গ্লানট-পাল্ট করে দিল রাধাজীবনের জীবনে। তখন জমিদারির তার এসে পড়ে তাঁর জামাতা, রাধাখাতের জমিদার বংশের সন্তান বিনোদ বিহারী বিশ্বাসের হাতে। জমিদারি তখন শুধু ক্ষমতার প্রতীক নয়, তা হয়ে উঠেছিল এক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। বিনোদবিহারীর আমলে জমিদারি আড়ম্বর আরও বৃদ্ধি পেল, পারিবারিক ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠল, জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণ ভরে উঠল উৎসব, পূজার আলোয়। এই বাড়ির দুর্গাপূজা শুধুই আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল না, তা ছিল জমিদারি কৌলিন্যের প্রতীক। দেবীর বহন সিংহ এখানে যোচ্চকের রূপ নিয়েছে: এক অনন্য শিল্পরূপ, যা বাংলার অন্যান্য জমিদারবাড়ির পূজার প্রতিমার থেকে একে স্বতন্ত্র করেছে। প্রথমে শাক্ত মতে বলি প্রথা প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে বৈদিক ও বৈষ্ণব মতের প্রভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। জমিদারবাড়ির মন্দিরে আরাধিত হতেন আনন্দময়ী কালী, দেবী জগদ্ধাত্রী ও রাধাকৃষ্ণ। শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এই পূজা হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসীদের মিলনোৎসব।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হয়। শ্রদ্ধা করতে হয়। ঠাকুর অনুকূল সবাইকে ভক্তি দিতেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর বলেন, মা ভবতারিণীর পূজা করতে হবে। তাঁর আধিকার গ্রহণ করতে হবে। তারি মাঁকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ভক্ত সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হ'চ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে।

‘মহানায়ক’ উত্তমকুমারের অভিভাবকেরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহানায়ক উত্তমকুমার এমন বেশ কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতাকে অজ্ঞাতেন যীরা তাঁর অভিভাবক হিসাবে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করে তাঁর উপস্থিতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। সেই সব মহান অভিনেতারা ছিলেন কলকাতার টলিউডের কর্তাব্যক্তি। আসলে যখন একজন মহান শিল্পী হিসাবে বাংলা চলচ্চিত্রে উপস্থিত হচ্ছেন তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বেশ কিছু বখীয়ান শিল্পী ব্যক্তিত্ব যাঁরা উত্তমকুমারকে মহান করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে তাঁদের অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাঁদের কথাকে স্মরণ করার খুবই প্রয়োজন। তাঁরাও উত্তমকুমারকে ভালোবেসেছেন এবং অত্যন্ত উচ্চ মানের অভিনয় করে উত্তমকুমারের পাশে থেকে। এরাই ছিলেন তৎকালীন বাংলা সিনেমার অভিভাবক। উত্তমকুমারও এই সব অভিভাবক অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা ভুলে যাননি। তিনিও ছিলেন তাঁদের কাছে দত্তগুজ্র আজকে যখন সারা বাংলা জুড়ে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে তখন তাঁদের কথাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। নাহলে উত্তমকুমারের অভিনয়ের উজ্জ্বলতায় খানিকটা ভাটা পড়ে যেতে পারে। উত্তমকুমারের অভিভাবক হিসাবে যাঁরাই পর্দায় এসেছিলেন তাঁরাও বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উত্তমুকুমারের কাছে এই সব অভিভাবক অভিনেত্রী অভিনেতা ছিলেন শ্রদ্ধেয়। উত্তমকুমার জীবদ্দশায় তাঁদের কথাকে কোনও দিন ভুলে যাননি। আবার সময়ের সময়ে এই অভিভাবকেরা উত্তমকুমারকে শাসন করে গিয়েছিলেন। সতর্কও করে দিতো। একজন সত্যিকারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই অভিনেতা অভিনেত্রী অভিভাবকেরা। তাঁদের কথাই আজকে স্মরণ করতে হচ্ছে। তাদের কথাকে বাদ দিয়ে উত্তমকুমারের আলোচনা করাটা একবারে অসম্ভব। চলে আসি মূল কথায়।প্রথম ছবির কথা মনে পড়ে গেল ‘শিল্পী’ সিনেমার কথা। শিল্পী (১৯৫৬) সালে মুক্তি লাভ করে। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরে বেশ কয়েকমাস প্রেক্ষাগৃহ টিকিট পাওয়াটা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অভিনয়ে ছিলেন; উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী। এখানে অভিভাবক হিসাবে অভিনয় করেছিলেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী। এখানে অভিভাবক হিসাবে অভিনয় করেছিলেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, ছবি

চিংড়ি চাষ ও রপ্তানি চিত্র

ডঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

চিংড়ি চাষ ও রপ্তানি রেকর্ড সাফল্যের আড়ালে সংকচেত্ন ছায়া। ভারতে চিংড়ি চাষ ক্রমশে নতুন ঘটনা নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার উপকূলে শত শত বছর ধরে



ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হয়ে আসছে। তবে ২০০৯ সালে ভ্যানামেই চিংড়ি (L. vanna mei) চাষের অনুমোদনের পর ভারতের চিংড়ি শিল্প ক্ষম্ফরিক অর্থেই রূপান্তরিত হয়। এই উচ্চ

ফলনশীল চিংড়ি মূলত পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রজাতি। উচ্চ ফলনের পাশাপাশি এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যও এটি এখন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। এই দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতি কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের রপ্তানি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিে পরিণত হয়।

আর্থিক বছর ২০২৫-২৬-এ ভারতে ভ্যানামেই চিংড়ির উৎপাদন ছিল প্রায় ১৩,০৪,৭৭৯ মেট্রিক টন; যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং সর্বকালের সর্বোচ্চ। ভ্যানামেই ভারতের মোট চিংড়ি উৎপাদনের প্রায় ৯৪ শতাংশ। বাকি ৬ শতাংশ আসে বাগদা বা ব্ল্যাক টাইগার চিংড়ি

আর্থিক বছর ২০২৫-২৬-এ মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ভেভেলপমেন্ট অথরিটি (MPEDA) এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ভারত মোট ৭, ৯২,৬৪৭ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করেছে; যা দেশের মোট সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ এবং বৈদেশিক মুদ্রা তুলনায় প্রায় ৬৬ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় চিংড়ি রপ্তানি টাকার অঙ্কে প্রায় ১৩ শতাংশ এবং ডলারের পরিস্কেিতে প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি ২০২৫-২৬ সালে ছুঁয়েছে ৭৩, ৮৯০ কোটি টাকা (প্রায় ৮.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। মোট রপ্তানি ৮৯০ কোটি টাকার (প্রায় ৮.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তম একক বাজার হিসেবে রয়ে গেছে। হিমায়িত

উত্তমকুমারের অভিনয়কে উজ্জ্বলতার আলোয় ফুটিয়ে তোলা ম্যাজিককে। অভিনেত্রী ছায়া দেবীর স্নেহভরা অভিনয় উত্তম কুমারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে উত্তমকুমার একাই মহানায়ক হয়ে উঠতে পারতেন না, যদি না এই সব অভিভাবক অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁর পাশে থাকতেন। অভিভাবক হিসাবে কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাসদের অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এবারে আসি



‘শাপমোচন’ (১৯৫৫) সালের ছবির কথা। অভিনয়ে উত্তম, সুচিত্রা, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল। অভিভাবক কমল মিত্র কলকাতায় বসবাস করেন। ধনী ব্যক্তি। আর চণ্ডীপুরে বসবাস করেন পাহাড়ী সান্যাল। সেখানে দাদা হিসাবে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। জাত শিল্পী। অভিভাবক হয়ে কী করে অসাধারণ অভিনয় করে গিয়েছেন তা ভালবে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভাইকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন চাকরির খোঁজে। ধনী কমল মিত্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন উত্তমকুমার। গরিব পরিবারের সন্তান। অজ পাড়াগাঁ চণ্ডিপুুরের তাঁর বসবাস। সঙ্গীত গাওয়া প্রতিভা থাকলে গান গাইতে পারবে না মুখার্জি পরিবার। মুখার্জি পরিবারের ওপরে অভিশাপ রয়েছে। কেউ যদি গান যায় তাহলে তাঁর মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও সাংবাদিকদের সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে নবান্নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রবীণ সাংবাদিকদের সম্মানিত করলেন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সাংবাদিক পেনশন যোজনা ২০২৬ ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি দুটির শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগওওয়াল, মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পূর্ণিমা চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সুমন সরকার সহ আরও অনেকে। সংবাদ মাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সন্মালোচনা করবেন, গঠনমূলক আলোচনাও করবেন। প্রয়োজনে দেশ করতে আসবেন। তবে দেশপ্রেমের প্রশ্নে সকলে কঠোর নীতি নিয়ে চলবেন। দেশ দুর্বল হবে, দেশ অস্থির হবে, এমন কাজ আরও ছেঁড় করব না। আমরা সমালোচনা করুন, দলের করুন, কিন্তু দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে কঠোরতা নিয়ে চলুন। তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, এমন কোনও ভাষা ব্যবহার করা যাবে না যাতে কারও ধর্মীয় আত্মায় আঘাত হয়। দেশ গঠনে সাংবাদিকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেই কথা প্রতিটি সাংবাদিকদের মনে রাখা খুবই প্রয়োজন। এদিন তিনি ঘোষণা করেন যে পুজোর আগে পাবেন বোনাসও। গত মঙ্গলবার নবান্ন থেকে শুভেন্দু অধিকারী আরও জানালেন, রাজ্যের সব সাংবাদিক মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় সুবিধা পাবেন। অবসরপ্রাপ্ত সংবাদিকরা এবার পেনশন বাবদ

কমল মিত্রে সেই কঠোর কঠিন অভিভাবকেও একটা চিড় ধরে গিয়েছে সেটাই দক্ষতা থাকলে এই দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে তোলা যায় তার প্রমাণ করে দিলেন অভিভাবক অভিনেতা কমল মিত্র। পাহাড়ী সান্যালও কম যাননি। তিনি সার্বলিলভাবে অভিনয় করে গিয়েছেন। দুই অভিভাবকও অভিনয় বাংলা সিনেমা জগতে চিরকাল অটুট থাকবে। পড়ে সঙ্গীত শিল্পী (উত্তমকুমার) হিসাবে পিতা কমল মিত্রের স্বীকৃতি। মা হিসাবে এই ছবিতে অভিনয় করে গিয়েছেন ছায়া দেবী। ছবির পর্দায় তিনি যেমন ছিলেন উত্তমকুমারের মা, আবার সন্তব জগতেও উত্তমকুমার তাঁকে মায়ের স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যালকেও। ইনারা না থাকলে উত্তমকুমারের একার পক্ষে মহানায়ক হয়ে ওঠাটা একেবারে অসম্ভব হতো। তবে এখানে নায়িকা সুচিত্রা সেনের কথা বলতে হয়। পড়ে এই বিষয়ে আলাদা করে আলোচনা করা যেতে পারে। পরের ছবি কথা এসে পড়ে ‘চাওয়া পাওয়া’ (১৯৫৯)। আর একটি কালোজয়ী ছবি। সাংবাদিক হিসাবে রজত ব্যর্থ। কাগজের চাকরি গেল। ফলে শহর ত্যাগেরে হচ্ছে। ছবিতে ‘জনমভ’ পত্রিকার মালিক ছবি বিশ্বাস উপস্থিত। কন্যা মঞ্জুর বিবাহ স্থি়। মঞ্চু বিবাহের ভয়ে রেলের কামরা থেকে পলায়ন। দেখা হল সাংবাদিক রজতের সঙ্গে। অভিভাবক হিসাবে কমল মিত্র যে ধরনের অভিনয় করে গিয়েছেন তা দেখার মতো। বিবাহিত স্ত্রী হিসাবে সুচিত্রার অভিনয় এবং সেখানে উত্তমকুমারের অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের। কমল মিত্রও কম যান না। তিনি অভিভাবকদের কঠিন পর্দার মধ্যে থেকে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করে গিয়েছেন। ‘পথে হল দেবী’ (১৯৭৭ সালে) ছবি। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস এবং ভারতী দেবী। ডাক্তার জয়ন্তে সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নন মলির পিতা ছবি বিশ্বাস। সাধারণ এমবিএস পাশ করা ডাক্তার চিত্ত। কন্যার পিতা হিসাবে যে জস্তা সবাই বহন করে তাঁই ছবি বিশ্বাস অভিনয় কর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সব পিতামাতারা চান না গরিব ঘরে যেন তাদের কন্যার বিবাহ না হয়। সেই চিন্তাধারাকে অসাধারণভাবে অভিনয় দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অভিভাবক ছবি বিশ্বাস। আসলে এই রকম চরিত্র না থাকলে উত্তমকুমার মহানায়ক হয়ে উঠতে পারতেন কিনা তা বলা খুবই মুশকিল। তবে উত্তমকুমারের মহানায়ক হয়ে উঠার

পিছনে ইনাদের ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। আজকে সেই কথা বলতেই এখানে আমার উপস্থিতি। এরপরে চলে আসি ‘সবার উপরে’ (১৯৫৫) ছবির কথায়। অভিনয়ে উত্তম, সুচিত্রা, কমল মিত্র, শোভা সেন, পাহাড়ী সান্যাল। আইনজীবী শঙ্কর (উত্তমকুমার) আসল হত্যাকারীকে খুঁজে রাস্তায় বের হয়েছেন। পথে দেখা হল সুচিত্রার সঙ্গে। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সহযোগিতা করতে থাকেন সুচিত্রা। অভিভাবিকা হিসাবে শোভা সেনের অভিনয় উজ্জ্বলযোগ্য। হারানো সুর (১৯৫৭) ছবির কথা নিশ্চয় সবার মনে আছে। অভিনয়ে উত্তম, সুচিত্রা ও পাহাড়ী সান্যাল। মানসিক রোগী উত্তমকুমার। পথ দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট। মানসিক হাসপাতালে ডাক্তার সুচিত্রা সেন। মানসিক রোগের চিকিৎসক। তারপরে স্মৃতি শক্তি ফিরে এলে আগের জীবন ভুলে যায়। নায়িকা সুচিত্রাকেও ভুলে যায় উত্তমকুমার। সেনের অভিনয় উজ্জ্বলযোগ্য। হারানো সুর (১৯৫৭) ছবির কথা নিশ্চয় সবার মনে আছে। অভিনয়ে উত্তম, সুচিত্রা ও পাহাড়ী সান্যাল। মানসিক রোগী উত্তমকুমার। পথ দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট। মানসিক হাসপাতালে ডাক্তার সুচিত্রা সেন। মানসিক রোগের চিকিৎসক। তারপরে স্মৃতি শক্তি ফিরে এলে আগের জীবন ভুলে যায়। নায়িকা সুচিত্রাকেও ভুলে যায় উত্তমকুমার। ফেরে আসে কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সেখানে দেখা হয় নায়িকা সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। পরে দীর্ঘ অভিনয়ে পড়ে মিলন এসে উ পস্থিত। পাহাড়ী সান্যালও অসাধারণ অভিনয় করেছেন অভিভাবক হিসাবে। এবারে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘নায়ক’ (১৯৬৬) কথা বলতে হয়। এই ছবিতে অভিভাবক হিসাবে উ পস্থিত শঙ্করদা (অভিনয়ে সোমেন বোস)। শঙ্করদার অধীনে যাত্রা দলের নায়ক উত্তমকুমার। শঙ্করদা ইচ্ছা ছিল না উত্তমের যাত্রা দল ছেড়ে চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করার। অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনা। গোটা ছবিটার ক্লইমাক্স ঘুরিয়ে দিয়েছিল এই ঘটনাই। তার ফলে উত্তমকুমারের পাহাড়ী হাঁটা দৃশ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে করতে হয়েছিল। অভিনেতা হিসাবে উত্তমকে দেখতে চাননি শঙ্করদা। যাত্রার শিল্পের মধ্যে তিনি হিসাবে উত্তমকে দেখতে চাননি শঙ্করদা। (অভিনয়ে চেয়েছিলেন। নায়ক (উত্তমকুমার) হয়ে ওঠার পিছনে যাত্রা থিয়েটারের পরিচালক শঙ্করদার বিশেষ ভূমিকা ছিল তা সত্যজিৎ রায় সিনেমার পর্দায় তুলে ধরেন। এখানেও অভিভাবক অভিনেতা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় সোমেন বোসকে। অভিভাবক হিসাবে যে ধরনের উচ্চাঙ্গের অভিনয় করে গিয়েছিলেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী তা বলতে গেলে অতুলনীয়। উত্তমকুমার শতবর্ষে ইনাদের স্মরণ করে ভেতই হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাহলে উত্তমকুমারের প্রতি অবিচার করা হবে এটা সকলের কাছে অজানা নয়।

সংস্থার গুণমান যাচাইয়ের পর। ফলে যারা ডেস্ক স্ট্রাকচারিক, তারা বছরের পর পর সংবাদমাধ্যমে কাজ করলেও সরকারি সুবিধা পেতেন না। তাঁদের জন্যই এবার বড় উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু



সামান্য একটা টাকা পেতেন বোনাস হিসেবে। এবার তা বাড়িয়ে করা হল ৩০০০ টাকা। এখানেই শেষ নয়। এক্ষেত্রেও আর অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের প্রয়োজ নীয়তা থাকছে না। রাজ্যের যে সাংবাদিকরা আবেদন করবেন, তাঁরা সকলেই এই পুজো ‘বোনাস’ পাবেন। পাশাপাশি সব সাংবা দিকরাই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় সুবিধা পাবেন বলে জানান শুভেন্দু। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকবছর আগে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য পেনশন চানু করেছিলেন। প্রতিমাসে তাঁরা পান ২৫০০ টাকা। তবে সেক্ষেত্রে যাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড আছে তাই এই পেনশন স্কিমের আওতায় ছিলেন। তবে এই অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পান মূলত যারা কিংস্টে কাজ করেন তাঁরা। সেই সংখ্যাটাও খুব কম। কারণ, এই কার্ড ইস্যু করা হবে

অধিকারী। এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা এবার পেনশন বাবদ পাবেন মাসে ৫০০০ টাকা। যাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নেই, তারাও পাবেন পেনশন। প্রতিবছর পুজোর আগে কলকাতা ও জেলার যে সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড রয়েছে তারা সরকারের तरফে সামান্য একটা টাকা পেতেন বোনাস হিসেবে। এবার তা বাড়িয়ে করা হল ৩০০০ টাকা। এখানেই শেষ নয়। এক্ষেত্রেও আর অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের প্রয়োজ নীয়তা থাকছে না। রাজ্যের যে সাংবাদিকরা আবেদন করবেন, তাঁরা সকলেই এই পুজো ‘বোনাস’ পাবেন। পাশাপাশি সব সাংবাদিক রাই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় সুবিধা পাবেন।

মহানঙ্গ সংগ্রহেঃ রবীন্দ্রকুমার শীল। ছবিঃ বৃদ্ধদেব মিশ্র।

টাকা না দিলেও আইএসএল-এ থাকছে ডায়মন্ড হারবার এফসি, জানাল এআইএফএফ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বরঃ ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা আইএসএল ২০২৬-২৭ মরশুমের। শুরুতে ১৪টি দলকে নিয়ে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় ফুটবলের এই শীর্ষস্তরের লিগ। তবে শেষে অংশগ্রহণের জন্য টাকা জমা দিতে না পারায় বাদ পড়েছে কলকাতার ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। দলসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩-তে। এই অবস্থায় অবনমনের নিয়ম নিয়ে এআইএফএফ-এর কাছে প্রশ্ন তুলেছিল অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি। এই নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাল এআইএফএফ। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার এফসি লিগ টেবিলের একেবারে শেষে থাকবে এবং মরশুম শেষে দ্বিতীয় ডিভিশনে অবনমন হবে তাদের। অর্থাৎ আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ খেলতে হবে। গত মরশুমে আইএফএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। সেই সাফল্যের সূবাদেই আইএসএল-এ খেলার সুযোগ পেয়েছিল কলকাতার এই ক্লাব। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে আইএসএল-এ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ১.১ কোটি টাকা



ক্লাবগুলিকে পাঠানো ই-মেইলে এআইএফএফ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এআইএফএফ-এর পক্ষ থেকে ওই ইমেলে বলা হয়েছে, “অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা

কমে যাওয়ার কারণ একটি ক্লাব ফি দিতে ব্যর্থ থেকে শীর্ষস্তরের লিগে প্রমোশন পেয়েও খেলতে পারেনি তারা। তাই আইএসএল-এর দলসংখ্যা ১৪ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩-তে।



হারবার এফসি এই মরশুমের অংশগ্রহণের ফি দিতে পারেনি এবং প্রমোশন পাওয়ার পরেও তাদের নির্ধারিত জায়গা নেয়নি। তাই এই মরশুমে কোনও পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্যও হবে না ক্লাবটি। অর্থাৎ, লিগ টেবিলের স্বাভাবিক

ভাবেই ডায়মন্ড হারবার এফসিকে সবার নীচে রাখা হবে। আগামী মরশুমে আইএলএল খেলার সুযোগ পাবে না তারা। পরের মরশুমে আবার আইএফএল-এ খেলতে হবে তাদের।” ডায়মন্ড হারবার অংশগ্রহণের জন্য ফি জমা দিতে না পারায় আইএসএল-এ দলের সংখ্যা ১৪ থেকে কমে ১৩ হয়। তাই অবনমনের নিয়ম নিয়ে এআইএফএফ-এর কাছে প্রশ্ন তুলেছিল অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি। তার জবাবে এই ইমেলে পাঠিয়েছে এআইএফএফ। এর পরে প্রশ্ন উঠেছে, পয়েন্ট টেবিলে ডায়মন্ড হারবার এফসি থাকলেও সূচিতে কি তাদের নাম থাকবে? অর্থাৎ, ম্যাচের তালিকায় কি ডায়মন্ড হারবার এফসির নাম রাখা হবে? যদিও এই বিষয়ে কিছু জানায়নি এআইএফএফ। আসন্ন আইএসএল শুরু হবে ১০ অক্টোবর থেকে। চলবে মে মাস পর্যন্ত। লিগপর্বের শেষে শীর্ষস্থানীয় দলকে লিগ-শিশু চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এর পাশাপাশি ফিরছে প্লে-অফ সিস্টেমও। সেখানে আইএসএল-এর ট্রফি জেতার লড়াইয়ে অংশ নেবে মোট ছয়টি দল।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রস্তুতির জন্য স্পিনিং ট্র্যাক চাইছেন গিল

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওটার দৌড়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। পয়েন্ট তালিকায় এখন পঞ্চম স্থানে রয়েছে শ্ববমান গিলের দল। ফলে শেষ দুই টেস্ট সিরিজ অর্থাৎ নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দল গঠন ও প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে ব্যাটারদের প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে শ্ববমান গিলের। সেই প্রস্তুতির জন্য স্পিনিং ট্র্যাক চাইছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক। ঘরের মাঠে স্পিন-সহায়ক উইকেটে মেলে আগেও বিপাকে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। হারতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও। এ বার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে খেলে প্রস্তুতি সারতে চায় ভারত। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্ববমান গিল প্রস্তাব

দিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিরুদ্ধে পুদুচেরিতে চলতি মাসে ভারতীয় ব্যাটারদের পর্যাণ্ড ম্যাচ প্রাকটিসের সুযোগ দেওয়া হোক। বিশেষত এমন পিচে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেখানে ম্যাচ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বল আরও বেশি ঘুরবে। কারণ, ঘরের মাঠে গত দু’বছরে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের পারফরম্যান্স ভালো নয়। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিসিসিআই-এর এক কর্মী। তিনি জানিয়েছেন, “গত দু’বছরে ঘরের মাঠে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটাররা সেরা ছন্দে ছিল না। গিল প্রস্তাব দিয়েছেন, কয়েকজন ব্যাটারকে যদি অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিরুদ্ধে ম্যাচ

খেবার সুযোগ দেওয়া যায় এবং ম্যাচের সময় পিচে যদি কিছুটা টার্ন থাকে, তা হলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রস্তুতিতে সাহায্য হবে।” তবে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রস্তুতির কথা ভেবে একেবারে ‘র‍্যাঙ্ক টার্নার’ বা অতিরিক্ত স্পিন-সহায়ক পিচ তৈরি করা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এই পরিকল্পনা বাটীরদের পারফরম্যান্স ভালো নয়। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিসিসিআই-এর এক কর্মী। তিনি জানিয়েছেন, “গত দু’বছরে ঘরের মাঠে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটাররা সেরা ছন্দে ছিল না। গিল প্রস্তাব দিয়েছেন, কয়েকজন ব্যাটারকে যদি অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিরুদ্ধে ম্যাচ

ম্যাচের জন্য খুব কম টেস্ট ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে। কারণ, ইরানি কাপের রেস্ট অফ ইন্ডিয়া দলকে শক্তিশালী করতে চান বলে খেললে সেটা সম্ভব হবে না। ফলে ইরানি ট্রফির ম্যাচটির মানও খারাপ হতে পারে।” অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র বিরুদ্ধে দু’টি চার দিনের ম্যাচ খেলার কথা ভারতীয় ‘এ’ দলের লাল বলের ক্রিকেটে এই দুটো ম্যাচ খেলা হবে ২২-২৫ সেপ্টেম্বর এবং দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর। অন্য দিকে, ইরানি কাপ হবে শ্রীনগরে ১ থেকে ৫ অক্টোবর। ফলে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের সঙ্গে ইরানি কাপের সূচির সংঘাত হচ্ছে। তাই নির্বাচকের হাতে খুব বেশি বিকল্প থাকছে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটারদের লাল বলে পর্যাণ্ড ম্যাচ প্রাকটিসের সুযোগ খুব কম থাকছে।

এবার অনুর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের কোচ হলেন মেহরাজউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ অনুর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের কোচ হলেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়া। গত শনিবার এফপিএআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবৈ। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মেহরাজকে অনুর্ধ্ব-১৭ দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান মেহরাজ। এর আগেও অনুর্ধ্ব-২৬ দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন মহামেডান কোচের। তখন তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। কিছুদিন আগে মহামেডানের কোচের পদ ছাড়ার পর শোনা গিয়েছিল মেহরাজ নাকি ইটীর কাশীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই মহামেডানের কোচের পদ থেকে সরে গিয়েছেন। সে কথা যে সঠিক নয়, এই প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই তার প্রমাণ। আসন্ন অনুর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে নামবে ভারত। সেই দলের কোচ হয়েছেন মেহরাজ। কোচেরদীন আগেই চুক্তিপত্র না পেয়ে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হেডকোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিনি।

মেসিকে অভিনব সম্মান রোজারিওর মনুমেন্টে

সংবাদ সংস্থা, রোজারিও, ২ সেপ্টেম্বরঃ লিওনেল মেসির মতো মান আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে হটা উবে গেলে যেমনটা হওয়া উচিত, ফুটবল দুনিয়ার হাল ঠিক সে রকমই যোগ্যতার পরে ক্ষণিকের স্তব্ধতা যেন। এমনটা ঘটইত জানা সঙ্গেই বিস্ময়ের ঘোর থেকে গেল কিছুক্ষণ। তার পরে ধীরে ধীরে মেসি-ময়তায় সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ ঢেকে যাওয়া। নামী ফুটবলার, সতীর্থ, প্রতিপক্ষ-সবাই কিছু না কিছু লিখে রেখেছেন সেখানে। স্পেনের এক ক্রীড়া সাংবাদিক পেপে ব্রাসিন একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার যা বলেছেন, সেটাই হয়তো অমোঘ সত্য বলে ধরে নিয়েছেন সবাই। ব্রাসিনের কথায়, “আমার মতে, মেসি গতকালই অবসর নিয়ে ফেলেছে। মেসি-হীন যুগের আজই প্রথম দিন।” ব্রাসিন সযত্নে ‘অবসর’ আগে ‘আন্তর্জাতিক’ শব্দটা বসাননি। তিনি বলতে চাইছেন, মেসি যেন পুরোপুরি ফুটবল খেলাই ছেড়ে দিয়েছেন। তার কারণ ব্যাখ্যায় বলেছেন, “মেজর লিগ সবার আমার কাছে ছোট লিগ। তাই জাতীয় টিমকে বিদায় জানানো মানে, ফুটবলেই ফুল স্টপ।” মেসির

অবসর ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরে যখন তাঁর নিজের শহর রোজারিওয় সন্ধ্যা নেমেছে, তখন শহরের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ মোমোরিয়াল সেজে



উঠেছে নীল, সাদা রঙে। কাছেই এল আউরা পাবলিক স্কোয়ারের ছাদে একটানা স্ক্রোলিং চলছে ইলেকট্রনিক বোর্ডে। স্প্যানিশ যে বাক্যাট টানা স্ক্রোল হয়ে চলেছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, “ধন্যবাদ

লিও, এত আনন্দ দেওয়ার জন্য। রোজারিও তোমাকে ভালোবাসে।” ধন্যবাদ জানানোর পালা অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল সেমবার মেসির হাতে লিও, এত আনন্দ দেওয়ার জন্য। রোজারিও তোমাকে ভালোবাসে।” ধন্যবাদ জানানোর পালা অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল সেমবার মেসির হাতে কখনওই নয়, কিন্তু ক্লাবের জার্সিতে একাধিকবার মেসি মুখোমুখি হয়েছিলেন জোসে মোরিনহের। চেলসির কোচ থাকাকালীন কয়েকবার, তার পরে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ থাকাকালীন মোরিনহেরকে অনেকবারই টিম সাজাতে হয়েছে মেসিকে অটকাতো। মেসির দেশের জার্সি ছেড়ে রাখার খবর ছুঁয়ে গিয়েছে পর্তুগিজ কোচকেও। যিনি এখন রিয়াল মাদ্রিদে দ্বিতীয় ইনিসেস। মোরিনহো বলেছেন, “আমার কোচিং কেরিয়ারে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে মেসি।” ২০১১ সালে নিজদেশের দেশে কোপা আমেরিকা কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে হারের পরে মেসিকে শুনতে হয়েছিল, দেশের হয়ে খেলেন না। শুধু ক্লাবের জার্সিতেই বলমলে। ভালো করে জাতীয় সঙ্গীতও গান না। আরও কত কী! ১৫ বছর পরে একটা বিশ্বকাপ, দুটো কোপা আমেরিকা ট্রফি পেরিয়ে সেই কলঙ্ক দূর হয়েছে। অনেকে বলেন, এখনও কাটা একটা রয়েই গিয়েছে। তবু গোটা আর্জেন্টিনা, গোটা ফুটবল দুনিয়া বুঝে গিয়েছে, ম্যাজিকের যুগ শেষ। ‘প্রায়’ শব্দটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে জুড়ে আছে শুধু।

রেকর্ড অর্থে ম্যান সিটিতে যোগ দিলেন এনজো শেষ মুহূর্তে ভেঙে গেল চেলসির বিকল্প বদলি আনার প্ল্যান

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২ সেপ্টেম্বরঃ দলবদলের ডেডলাইনে জোড়া ধামাকা। ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ডের রেকর্ড ট্রান্সফার ফি-তে চেলসি ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনীয় মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। এই চুক্তির ফলে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে আলেকজান্ডার ইসাকের জন্য লিভারপুলের খরচ করা রেকর্ড অর্থের নজির ছিলেন এনজো। একইসঙ্গে চরম নাটকীয়তায় ভেঙে গেল চেলসির বিকল্প বদলি আনার পরিকল্পনা। ফরাসি ক্লাব মোনাকো থেকে ল্যামিন কামারাকে দলে টানার চেষ্টা চূড়ান্ত মুহূর্তে ব্যর্থ হল ব্লুজদের। এনজোর এই দলবদলের ফলে সিটির চলতি মরশুমের খরচ পৌঁছল ৪৫৮ মিলিয়ন পাউন্ডে। যা প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এক উইন্ডোয় সর্বোচ্চ খরচের নয়া নজির। গত বছর লিভারপুলের ৪১৫ মিলিয়ন পাউন্ড খরচের রেকর্ড ভাঙল তারা। এনজোকে দলে পেয়ে উচ্ছ্বসিত সিটির কোচ এনজো মারেসকা। চেলসিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। ক্লাবের ওয়েবসাইটে এনজোর প্রতিক্রিয়া, “এখানে আসতে পেরে আমি ভীষণ খুশি। সিটি ট্রফি জেতার জন্য তৈরি ক্লাব। আমি তার জন্য নিজের সবটুকু উজাড় করে দেব।” মার্চ থেকেই ক্লাব ছাড়তে চাইছিলেন আর্জেন্টিনীয় মিডফিল্ডার। রিয়াল মাদ্রিদে যেতে আগ্রহী হলেও, স্প্যানিশ ক্লাব রাজি হয়নি। প্রাক-

মরসুম ম্যাচে রিয়াল সোসিএদাদ এবং লিগের প্রথম ম্যাচে ফুলহামের বিরুদ্ধে চেলসি সমর্থকদের চরম কটাক্ষের শিকার হন এনজো।



ব্রাইটন ও লুটন টাউনের বিরুদ্ধে তাকে দলেই রাখা হয়নি। চেলসি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একটি খেলা চিঠিতে এনজো লিখেছেন, “দিনগুলো আমার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। সত্যি বলতে, আমি মানসিক দিক থেকে ভাল জায়গায় ছিলাম না। চেলসিতে আসার পর থেকেই আমি জেতার নেশায় মগ্ন থেকেছি।

সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে।” এনজোকে ছাড়ার আগেই তাঁর বদলি হিসেবে সেনেগালের মিডফিল্ডার ল্যামিন কামারাকে চূড়ান্ত করে ফেলেছিল লন্ডনের ক্লাব। ৪৭.১ মিলিয়ন পাউন্ডের চুক্তিতে ফ্রান্সে তাঁর মেডিক্যালও সম্পন্ন হয়। কিন্তু রাত ১১টায় ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার ঠিক পরেই সব ভেঙে যায়।



মোনাকো লিখিতভাবে চেলসিকে জানায়, এই চুক্তি সম্ভব নয়। যা ভেঙে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ জানায়নি ফরাসি ক্লাব। তবে স্কোচর খবর, মার্কিন স্ট্রাইকার ফেলানির বালোগুনের এভার্টনে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হতেই কামারাকে আটকে দেয় মোনাকো। ফরাসি দলের একটি বড় অঙ্কের বিক্রি প্রয়োজন ছিল। বালোগুনের চুক্তি নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় তারা কামারার দাম কমিয়ে চেলসির সঙ্গে চুক্তিতে রাজি হয়। কিন্তু বালোগুনের বিক্রি নিশ্চিত হতেই অবস্থান বদলায় তারা। এতে স্বভাবতই চরম ক্ষুব্ধ চেলসি শিবির। চলতি মরসুমে র‍্যুডি (বার্সেলোনা), টিজানি রেইন্ডার্স (আল-কাদিসিয়া), নিকো গল্লাসেস (মিউন্সখাল) এবং বের্নার্দো সিলভার (রিয়াল মাদ্রিদ) মতো তারকারা সিটি ছেড়েছেন। ফলে এনজোর অন্তর্ভুক্তি মারেসকার দলের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনীয় তারকাকে বিক্রি করে চেলসি আয়ের নিরিখে প্রিমিয়ার লিগে নতুন রেকর্ড গড়ল। এডেন হাজার্ডকে বিক্রির পর এটাই তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অঙ্কের বিক্রি। নিকোলাস জ্যাকসন ও লিয়াম দেলাপকে ছাড়ার পর, এনজোর এই দলবদল মিলিয়ে চেলসির প্রায়ের বিক্রিবাদ আয় ছাড়াতে চলেছে ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড। গত মরসুমে তাদের ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড আয়ের রেকর্ডও এবার ভেঙে গেল।

ঘরের বাইরে এমন খ্যাড়খ্যাড়ে ফর্ম কেন? গম্ভীর-আগরকর-লক্ষ্মণকে তলব বিসিসিআইয়ের



সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বরঃ আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে চরম ভয়াবহি। সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে লাগাতার অভিযোগ। এবার ভারতীয় ক্রিকেটের এই জোড়া সংকট নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। কেন ঘরের বাইরে দলের এমন হতশ্রী পারফরম্যান্স? কেনই বা চে-আঘাতে জর্জরিত দলের প্রথম সারির তারকারা? জবাব চাইতে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের সদর দফতরে হেডকোচ সৌভম গম্ভীর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার এবং সেন্টার অফ এন্ট্রেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে তলব করল বিসিসিআই। বিদেশের মাটিতে দলের এই ব্যর্থতার কারণ কাটাছেঁড়া করার পাশাপাশি আগামী দিনের রূপরেখাও মেগা বৈঠকে তৈরি হবে। দলের সাম্প্রতিক বেশি বিকল্পও থাকছে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটারদের লাল বলে পর্যাণ্ড ম্যাচ প্রাকটিসের সুযোগ খুব কম থাকছে।

বিশ্বকাপজয়ী। যার ফলে টানা ১৬টি সিরিজে অপরাজিত থাকার প্রায় তিন বছরের রেকর্ড মাটিতে মিশে গিয়েছে। এরপর ইংল্যান্ডের মাটিতে দলের পারফরম্যান্স আরও তলানিতে ঠেকে। পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে লঙ্কার পরাজয়। নটিংহামে ১২৫ রানে হারের মতো চরম বিপর্যয়ও দেখতে হয়েছে সমর্থকদের। ওয়ানডে সিরিজেও একই ছবি। প্রথম ম্যাচ বার্মিংহামে জিলেও, শেষ পর্যন্ত সেই সিরিজও ২-১ ব্যবধানে হাফহাড়া করে ভারত। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাহিকিয়া আগেই জানিয়েছিলেন, বিদেশের মাটিতে এই ফর্ম খতিয়ে দেখা হবে। অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক হতে চলেছে। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি বোর্ডের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ ক্রিকেটারদের চে-আঘাত। গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগেই দলের প্রথম সারির ক্রিকেটাররা ছিটকে যাচ্ছেন। চোট সারিয়ে মার্চে ফেরার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রবল অসন্তোষ

রয়েছে। বোর্ডের সেন্টার অফ এন্ট্রেলেন্সের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। অনেক ক্রিকেটারেরই নাকি এখন আর সিওই-র উপর আস্থা নেই। খেলোয়াড়, সিওই এবং নির্বাচক কমিটির মধ্যে বোঝাপড়ার মারাত্মক অভাব স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, বাঁ-হাটের চোটের কারণে জসপ্রীত বুমনাংহ য়ে শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারেন না, সেটা নির্বাচক কমিটিকে জানানোই হয়নি। ওয়াশিংটন সুন্দর ছিটকে গিয়েছেন। সাই সুন্দরনের সূহ হতেও প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে। চলতি বছরের শেষেই নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। পাশাপাশি, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকেও পাখির চোখ করেছে বোর্ড। তাই সব পক্ষকে এক হাতের তলায় আনতে এই জরুরি বৈঠক। আইপিএলের ওয়ার্ল্ডলাউড কীভাবে ক্রিকেটারদের ফিটনেসে প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়েও আলোচনা হবে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজের দলেও বুমনাংহ, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ রেড্ডি এবং হর্ষিত রান্নার খেলা এখনও নিশ্চিত নয়। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর তাদের ফিটনেস টেস্ট। এর পাশাপাশি হার্লিক পান্ডিয়ার শারীরিক হার্পের বেশি সময় বিস্তারিত আলোচনা হবে। ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য তাকে দলে চাইছে বোর্ড। কিন্তু বর্তমানে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫-৬ ওভারের বেশি বল করতে পারছেন না হার্লিক। আগামী দিনে পেসারদের কীভাবে ফিট রাখা যায় এবং চোটের হার কমানো যায়, সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়ন্ত্রণ করাই এখন বিসিসিআইয়ের প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় দলে সুযোগ না পেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ক্রুণালের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বরঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে শুরু হতে চলা এই সিরিজের স্কোয়াডে ডাক পাননি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। তাঁকে এই সিরিজে দলে রাখা হতে পারে বলে জোর জল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। আর জাতীয় দলে কামব্যাক করতে না পেরে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। ১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট করেন ক্রুণাল। ৩৫ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার লেখেন, “হোপ ইজ স্টিল অ্যালাইভ” যার অর্থ, আশা এখনও বেঁচে রয়েছে, যার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটি ফিল্মস-ক্রসড ইমোজি এবং ভারতের জাতীয় পতাকা। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার সরাসরি কোনও উল্লেখ না করলেও তাঁর এই মন্তব্য যে নীল জার্সিতে ফেরা নিয়ে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

ক্রুণাল পাণ্ডিয়া শেষবার ভারতের হয়ে খেলেছিলেন ২০২১ সালে, এরপর দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের বাইরেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তবে ২০২৬ সালের আইপিএল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেন্গালুরুর হয়ে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছিল। টুর্নামেন্টের নয় ইনিংসে ১৪৫.৮০ স্ট্রাইক রেটে ২২৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ১৪টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিজের ফর্মের বল করতে পারছেন এই বাঁহাতি ক্রিকেটার। সাম্প্রতিক ঘরোয়া মরশুমে পাঁচ ম্যাচে চার ইনিংস ব্যাট করে ৫৮ রানের একটি অপরাজিত ইনিংস-সহ ৬৫ গড়ে ১৩০ রান করেছেন তিনি, পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন দুটি উইকেট। তবে এই উজ্জ্বল পরিসংখ্যানের পরেও নির্বাচক কমিটি স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে অক্ষর প্যাট্রনে ও ওয়াশিংটন সুন্দরের ওপরেই ভরসা রেখেছেন। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ১২৪ রান এবং ১৫টি উইকেট নিয়েছেন ক্রুণাল, তাঁর সেরা বোলিং ফিগার ৪/৩৬।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পাঁচটি রোগের সাতকাহন

- রোবোটিক সার্জারি
- ক্যান্সার চিকিৎসায় রোবোটিক্সের ভূমিকা
- জরায়ুমুখের ক্যান্সারঃ সচেতনতাই প্রধান রক্ষাকবচ
- কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আরোগ্যের চেষ্টা প্রতিরোধ শ্রেয়
- প্যান্টোইনোস্টেসিনাল ক্যান্সারে রোবোটিক সার্জারি
- ক্যান্সারের পরের জীবন
- “হার্ট অ্যাটাককে প্রতিরোধ”
- মানসিক চাপ
- হাটের ব্যথা
- ডায়াবেটিস
- নিগ্রহের অসুখ
- টাইফয়েড

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে

পাশের কোডটি স্ক্যান করুন